কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ জাতী ও স্থান

সংকলন
এস এম নাহিদ হাসান
17-April'2022

সোর্সঃ
নবীদের কাহিনী, ড আসাদুল্লাহ আল গালিব
এটলাস অব দ্যা কুরআন, ড শাওকি আবু খলিল

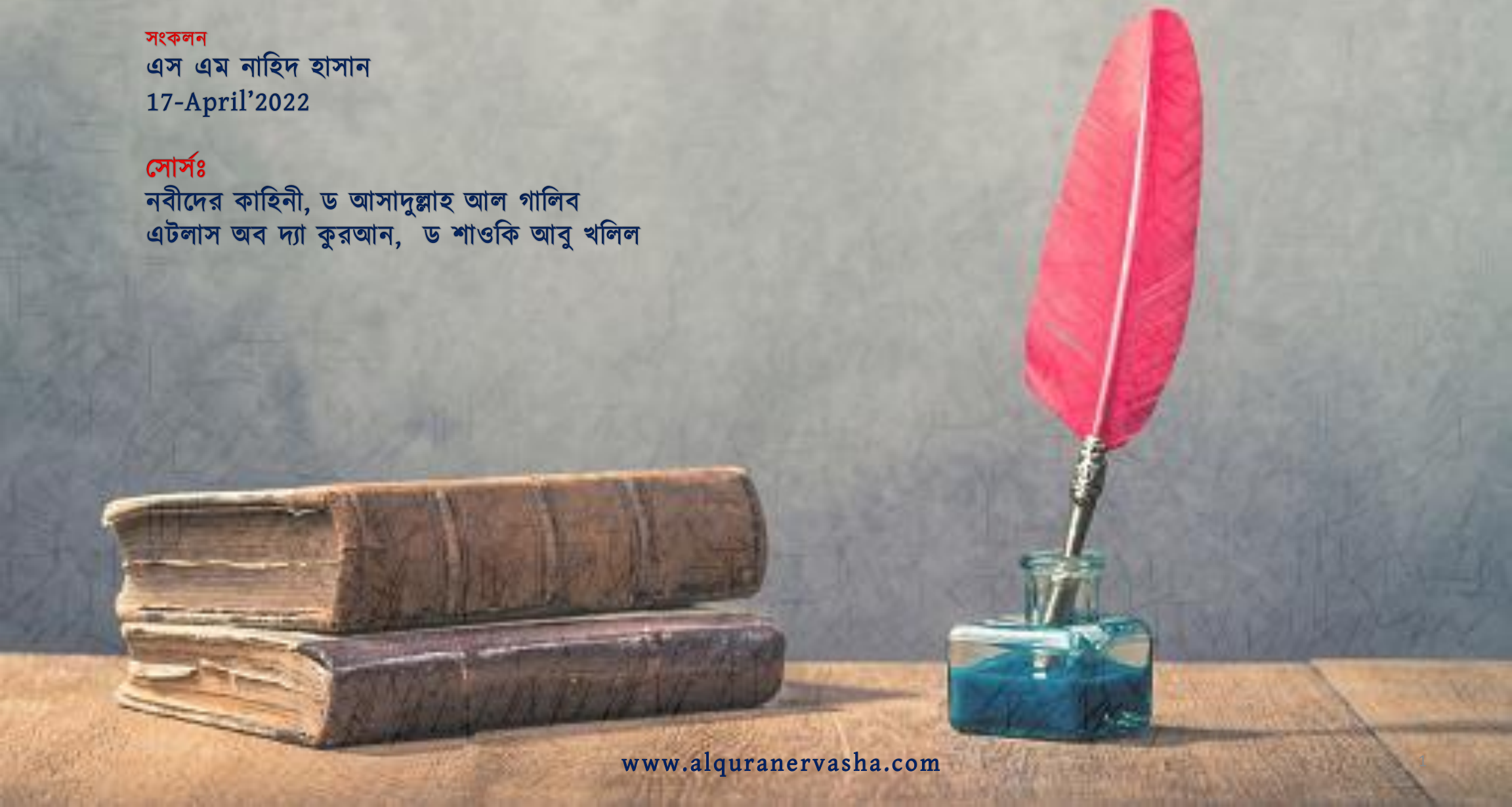

লুকমান (আ) নবী ছিলেন না বরং একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তার বাসস্থান ছিলো সুদান ও মিশরের মধ্যবর্তী নুবা মরুভূমিতে। তিনি আয়ুব (আ) এর ভাগিনা অথবা খালাত ভাই ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তিনি দাউদ (আ) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

জ্ঞানী লুকমান (আ.)

লোকমান (আ.) আইয়ুব (আ.) এর বোন পো অথবা আইয়ুব (আ.) এর চাচাতো ভাই ছিলেন। কথিত আছে লোকমান (আ.) দাউদ (আ.) এর পূর্ব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাউদ (আ.) তাঁর নবী হওয়ার বিষয় ঘোষণা করলে লোকমান (আ.) তার ধর্মীয় বিধান জারী বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যখন তাঁকে এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন, " আমার উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা এখন আমার জন্য যথেষ্ট নয় (অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-বিধান জারী করা এখন দাউদ (আ.) এর দায়িত্ব)।" লোকমান (আ.) মূলত মিশরের নুবার এক অধিবাসী ছিলেন। (নুবা উত্তর সুদান হতে দক্ষিণ মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।)

লোকমান (আ.) সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লোকমান (আ.) মূলত নবী বা রাজা কোনটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত একজন মেষপালক। তার মালিক তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। একবার তার মালিক তাকে একটি মেষ যবেহ করে তা থেকে সবচেয়ে উত্তম দুটো অংশ বিচ্ছিন্ন করে নিতে হুকুম দিয়েছিলেন।নির্দেশ মতো লোকমান আ. মেসষর জিহ্বা ও কলিজা বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। তার মালিক তাকে কিছুদিন পর আবার একই নির্দেশ দিলেন, তবে এবার তাকে মেষের দেহের পুরো দুটো অংশ আলাদা করে নিতে নির্দেশ দিলেন। লোকমান (আ.) আবার একইভাবে মেষের জিহ্বা ও কলিজার অংশটি আলাদা করেন। লোকমান (আ.) এর একই কান্ড দেখে তার মালিক তাকে একই রকম করার করণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন লোকমান (আ.) জবাবে বলেছিলেন," দেহের এই দুটো অংশ যদি পবিত্র ও ভালো থাকে তাহলে এই দুটো অংশকেই দেহের সবচেয়ে উত্তম অংশ বলা হবে, আর যদি এই দুটো অংশ খারাপ হয়ে যায় তাহলে এগুলোকেই দেহের সবচেয়ে খারাপ অংশ বলে অভিহিত করা হবে।" লোকমান (আ.) এর জ্ঞানদীপ্ত যত উক্তির কথা বলা যায়ে থাকে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হলো: নীরবতাই জ্ঞানীর ভূষণ আর সবচেয়ে কম লোকেই এর চর্চা করে থাকে।“

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ،وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ .
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ،وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

সানা ও হাদরামাউত এর মধ্যবর্তী অঞ্চল এডেনের কাছাকাছি ছিলো এদের বাস।

ইরাম যাতুল – ইমাদ

এখানে বর্ণিত কাঠামোগুলো সম্পর্কে কোরআনু কারীমে বর্ণনা করা হয়েছে। কাঠামো গুলোর মধ্যে রয়েছে লম্বা লম্বা বিশাল খাম্বা। এরূপ খাম্বা দেশের কোথাও বানানো হয়নি। কারো কারো মতে এ স্থানটি আলেকজান্দ্রিয়ার কোন স্থান। কারো কারো মতে এটি দামেস্কের কোন স্থান। আবার কেউ কেউ তাদের জোরালো মতামতের সমর্থনে প্রমান ও হাজির করেছেন। তাদের মতে এই স্থানটি হল সা'না ও হাদরামাউতের মধ্যবর্তী আদান নগরীর কাছের কোন একটি জায়গা।

মু'যাম আল বুলদান (১/১৫৫) এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, উপরে যে স্থানের কথা বলা হয়েছে তার চিহ্ন মুছে গিয়েছে। এর কোনো চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। সেজন্য এই জায়গার অবস্থান সম্পর্কে এখন আর কোন কিছু জানা যায় না। কারো কারো মতে এই স্থানটি আলেকজান্দ্রিয়া, কারো কারো মতে ইরাম যাতুল - ইমাদ স্থানটি ইয়েমেনে। তাদের মতে উপর্যুক্ত হাদরামাউত ও সা'নার মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ،

রাস মানে হলো পাথরের কুয়া। হাদরামাউত বা ইয়ামামায় তাদের অবস্থান ছিলো

আর রস - এর বাসিন্দা

আরবি ভাষায় আর রস - এর অর্থ পানির কুপ, পাথর দিয়ে মোড়ানো একটি কুপ। উপর্যুক্ত আয়াতে যা বলা হয়েছে তা একটি বিশেষ ধরনের কুপ। এই কূপটির মালিকানা সামুদ গোত্রের। এই উপগোত্রের নাম ছিল "আর রস - এর অধিবাসীগণ" । কারো কারো মতে তাদের এরূপ নাম দেওয়ার কারণ, তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে তারা কুপে ফেলে দিয়েছিল। কোন কোন তাফসিরকারকের মতে, "আর রস" আর "গুহার মানুষ" একই এবং একই মানুষ। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, তারা আল-ইয়ামামা'য় ফাজাল নামক শহরে বসবাস করত।

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ

ইয়ামেন মাক্কা ও সামারকান্দে ছিলো এদের অবস্থান।

তুব্বা- এর জনপদ

তুব্বা ছিল ইয়েমেনের হিমিয়ারিয়্যাহ-এর ক্ষমতাসীন রাজাদের প্রদত্ত উপাধি। ঐ জাতির পরবর্তী সব রাজা আল তাবাবিয়াহ্ নামে খ্যাত ছিল। ওই রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিলেন হাসসান ইবনে আসাদ ইবনে আবি কারব। বলা হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী ছিল তার সময়কাল।উত্তর দিকের আস-সাম (সিরিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ) পূর্ব দিকের তুর্কিস্তান এমনকি সমরকন্দ পর্যন্ত তিনি জয় করেছিলেন। তুব্বা হাসান দু'টো নগরীকে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে পছন্দ করেছিলেন। মা'রিব ও জুফার এই নগরী ছিল রাজধানী হিসেবে পছন্দের, এর মধ্যে বিখ্যাত সাবা বাঁধ -এর অবস্থান ছিল মারিবে। কথিত আছে যে, তুব্বা হাসানই সর্বপ্রথম কাবা ঘরে গেলাফ পরিয়েছেন।

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

হারুত মারুত এসেছিলো ইরাকের ব্যবিলন শহরে।

হারূত-মারুত

ইহুদীদের মধ্যে যাদুমন্ত্রের যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে,আল্লাহ তখন বেবিলনে হারূত-মারুত নামক দুই ফেরেশতা প্রেরণ করেন। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিশ নদীর মধ্যেবর্তী এলাকায় ব্যবিলনের অবস্থান। আল্লাহ পরীক্ষার অংশ হিসেবে এই ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেন।

কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় ফেরেশতাদ্বয় নিম্নের কথাগুলো বলার পূর্বে কাউকে জাদু বিষয় শিক্ষা দেননি, পরামর্শ বা কোনো কথা বলেননি। কোন এক সময় যাদুবিদ্যা ব্যাপকহারে মানুষ ব্যবহার করতো। সম্ভবত একটি কারণে ফেরেশতারা মানুষদেরকে যাদুবিদ্যা শিখাতে এসেছিল যাতে মানুষ যাদুবিদ্যা ও প্রকৃত অলৌকিক ঘটনার পার্থক্য বুঝতে পারে আর ভন্ড নবী দাবিকারীদেরকে শনাক্ত করতে পারে।

وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

সুরা ইয়াসিনের শহর সিরিয়ার আন্তাকিয়া শহরে। হাবিব আন নাজ্জার ছিলেন নবীদের সেই সহযোগী ব্যক্তি যাকে তাঁরা হত্যা করেছিলো।

শহরের বাসিন্দা

এন্টিওকের বাসিন্দাদের কে শহরের বাসিন্দা বলা হয়ে থাকে। এন্টিওক একটি স্থানের নাম,মুফাসসিরগণ তাতে একমত। আস-সুয়াইদিয়্যাহ নামক স্থানের আসাসি নদীর মুখপাতে এন্টিওকের অবস্থান। আসাসি নদীর অবস্থান ভূ-মধ্যসাগরের পাশে। প্রথম সেলুকাস (selauqas the first) এন্টিওক শহরটিকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে নির্মান করেছিল। সেলুকাস -প্রথম এটিকে মেসিডোনিয়ার তৃতীয় আলেকজান্ডার এর পরে রাজধানী বানিয়েছিল। আব্বাসী শাসনামলে এটি ছিল আওয়াসিম প্রদেশের প্রধান নগর।এই এলাকাটি তার আদিম সৌন্দর্য, সতেজ বাতাস, মিঠা পানির ও আরো অনেক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আল কুরতুবি বলেন: এন্টিওক এমন একটি শহর যেখানে আল মসিহ তিনজন দূত পাঠিয়েছিলেন। যেমন: সাদিক, মাসদাক ও শামুন।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ فقَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ ،قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ،وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ، قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ،قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ،وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ،أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ، إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ،إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ، قِيلَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

এই ব্যক্তি ছিলেন হাবিব আন-নাজ্জার যিনি তাদেরকে সাহায্য করতে এসে তাদের সামনে ঈমান আনার কথা ঘোষণা করলেন। হাবিব আন-নাজ্জারকে জনতা আক্রমন করলো, তাকে পা দিয়ে লাথি মারলো। ফলে হাবিব আন-নাজ্জার মৃত্যুবরণ করলেন। তাদের এরূপ আচরণের আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

আসহাবে আকাহাফের ঘটনা ছিলো ভুমধ্যসাগরের উত্তর পূর্ব দিকের দক্ষিন আনাতোলিয়ার তারাসুস এলাকায় (বর্তমান তুরস্ক)। ভিন্ন মতে জর্ডানের পেট্রা সিটিতে।

গুহার অধিবাসী

গুহার অধিবাসী, এই নামটি দেওয়ার কারণ হল গুহার মানুষগুলো অন্যায় অপকর্ম হতে বাঁচার জন্য পালিয়ে এসে বিরাট একটি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ঐ সময় বহুঈশ্বরবাদী দাকিয়ানুস নামে রোমের এক বাদশা ছিল। তার রাজ্যের এটি নগর তারাসুস। এই রাজার কাজ ছিল তাওহীদবাদী প্রত্যেককে হত্যা করা। চারদিকে রাজার এইরূপ কান্ড দেখে একদল যুবক ব্যথিত হলো। তারা কোনো উপায় না দেখে তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাজ্য থেকে পালিয়ে গেল। তারা তাদের সাথে নিয়ে গেল একটি মেষপাল ও একটি কুকুর। তরা গুহায় ৩০০ সৌর বৎসর বা ৩০৯ চন্দ্র বৎসর ঘুমিয়ে থাকে,এই ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই ছিল না।

আল্লাহ যখন তাদেরকে জাগিয়ে তোলেন, তারা মনে করলো তারা হয়তো একদিন বা দিনের বিশেষ আংশ মাত্র ঘুমিয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে তারা বাহির থেকে কিছু খাবার কিনে আনার জন্য পাঠালো। বাইরে গিয়ে দেখলো সব যেন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তখন সে মনে করল সে মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে। তারা যখন জনপদের কাছে আসলো, তার কাছের মুদ্রা দেখে তারা বিস্মিত হল। তখন তারা বুঝতে পারলো আসলে কি হয়েছে। এই অবস্থায় আল্লাহ গুহাবাসীদেরকে তাদের গুহাতেই মৃত্যু দিলেন। মানুষেরা তখন বলল: "আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন"।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ،إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ،فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ،ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ،نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ،وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ،هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ،وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ،وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ،وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ،سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا

সাবিয়ানরা প্রথম দিকে তাওহীদবাদী ছিলো পরে গ্রহ তাঁরা পুজা শুরু করে। এরা ছিলো মধ্য ইরাকের হাররান অঞ্চলে।

সাবিয়ান জনগোষ্ঠী

সাবিয়ানরা পুরাপুরি একেশ্বরবাদী ছিল। কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। প্রথমে দিককার ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সময়ে তারা বাস করত। তারা শুধু আল্লাহকেই বিশ্বাস করতো। এই মহাবিশ্ব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন-তর এটি বিশ্বাস করতো। আমাদের (দেহের) পুনরুত্থান হবে এটিও তারা বিশ্বাস করতো। কিন্তু পরের দিকে তারা খুব গভীরভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস করতে থাকে। বহুঈশ্বরবাদ এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের এই আস্থা চলতে থাকে। ধর্মে বিশ্বাসী সাবিয়ান জনগোষ্ঠীটি উত্তর ইরাকে বসবাস করত। তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল হারান। এরপর এরা বাগদাদ চলে যায়। প্রথম আব্বাসীয় শাসনকাল হতে এটি আবার অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। সাবিয়ানদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক বিষয় (natural phenomena) অধ্যায়নে তারা প্রচুর সময় ব্যয় করে। তারা অনেকগুলো গ্রিক ও আসিরীয় গ্রন্থকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে বলে জানা যায়। সংখ্যায় বেশি নয়, তারা উত্তর ইরাকে বসবাস করছে।সুরক্ষার স্বার্থে তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে, তাদের ভয় হলো যতই দিন যেতে থাকবে ততই তাদের ধর্ম পরিবর্তিত হতে হতে এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অগ্নীপুজক মাজুসীরা ততকালীন পারস্য সম্রাজ্যে বিস্তৃত ছিলো। সাসানিদ সম্প্রদায় অগ্নীপুজাকে নিজেদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।

মাজুসী

আর রাই-এর (Ar-Rayi) মাইদিয়্যাহ নগরীতে ওরা খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে জোরাস্টার, (জারাথুস্ট্র) মেজিয়ানের সর্বশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন । কেউ কেউ তাকে নবী বলে থাকেন । মূলতঃ তিনি আজারবাইযান থেকে আবেস্তা (আয-যিন্দাফাস্ট) শীর্ষক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থে তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ।

ফিদিয়ারটিও তাঁর Muhammad in the Holy Books of the World শীর্ষক গ্রন্থে একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইসলাম আবির্ভাবের উষালগ্নে পার্সী ধর্ম জরথুস্ট্রবাদ ফারিস (Faris)-এর লোকদের মধ্যে একটি প্রভাবশালী ধর্ম হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বে এটি ছিল সাসানীয় জাতির সরকারী ধর্ম। মেগিয়ানদের প্রধান বিশ্বাসের বিষয়টিকে নিয়ে তাদের মধ্যে সত্য মিথ্যার লড়াই সবসময় লেগেই থাকতো ।

আহুরা মাজদা ছিল সূর্য বা আলোর দেবতা আর আহরিমান ছিল মন্দ বা অন্ধকারের দেবতা। লড়াইটা এই দু' শক্তির মধ্যেই ছিল । আগুনকে তারা পবিত্র মনে করে আহুরা মাজদা-এর সম্মানে অগ্নি প্রজ্জলিত করতো। আজও তাদের কিছু সংখ্যক প্রাচীন অগ্নি মন্দির অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো আজারবাইযানের রাজধানী বাকু-এর মন্দির। একই রকম মন্দির ইস্পাহানের পার্শ্ব পর্বতে দেখতে পাওয়া যায়। ইয়েমেনের এরূপ একটি মন্দিরকে ফারিসের (Faris) জনপদ ফেলে এসেছে; তবে এর কাঠামো আজও সংরক্ষিত আছে। ভারতের বোম্বে, ইরানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইয়াজদ ও কিরমানে জরথুস্ট্রবাদ ধর্মের অবশিষ্ট কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান আছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

রসুলুল্লাহ (স) এর প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে এই বন্যাটা হয়। ততকালীন সাবা অঞ্চলে একটা বাধ ভেঙ্গে এই বন্যাটা হয়। যেটা বর্তমানের ইইয়ামেন। আল আরিম হলো সেই উপত্যকা যার উপর বাধটা নির্মান করা হয়।

সাইলুল আরিম

সাবা একটি জাতি, এর রয়েছে দীর্ঘ ও প্রাচীন ইতিহাস। খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০-১১৫ এ সাবা জাতির উৎপত্তি হয়। এর রাজধানী ছিল মা'রিব। সাবাইয়্যিন জাতি থেকে উদ্ভূত হিমিয়ারিয়্যুনরাই এই জাতিকে শাসন করেছিল। আল হিমিয়ারিয়্যাহ জাতি প্রথমে আল হাবাশাহ ও পরে ফারিস (Faris) দের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং হিমিয়ারিয়্যাহ ধ্বংস হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকে ।

সাবা নগরী মা'রিব নামেও খ্যাত। মা'রিব-এর আরেক অর্থ 'অঢেল পানি'। বন্যার পানি নিকটবর্তী উপত্যকায় গিয়ে জমা হতো, এখানেই বিখ্যাত বাঁধটি নির্মাণ করা হয়। এখান থেকেই সাবা-এর অধিবাসীরা তাদের জন্য পানীয় জল উঠাতো এবং এখানের পানিই তারা তাদের বাগানে দিত । উপরে বর্ণিত আয়াতে বিখ্যাত যে বন্যার কথা বলা হয়েছে (সাইলুল আরিম) মারিব বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর - তা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনা ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, উপত্যকাটির নাম আল্-আরিম যার উপর বাঁধটি নির্মাণ করা হয়।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ

ইহুদি রাজা ইউসুফ যু নুয়াস ততকালীন নাজরানের খ্রীস্টান ইমানদারদের আল্লাহর উপর ইমান আনার কারনে গর্ত করে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে তাতে ইমানদারদের ছুড়ে ফেলে। এটা ৫২৪ সালের ঘটনা। স্থান সৌদির দক্ষিণ সীমান্তে।

গর্তের মানুষেরা

কুরআনের ৮৫ নং সূরা বুরূয-এ ‘গর্তের মানুষের' কথা বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরকারকদের মতে একজন ঈমানদার তাদের নিজধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল। তারা তাদের বিশ্বাসের বিনিময়ে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিল। জনৈক দুষ্ট রাজা তাদের জন্য একটি গর্ত খনন করে। রাজা এটিতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে বিশ্বাসীদেরকে তাতে নিক্ষেপ করে। কোন কোন ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরের মতে এই রাজার নাম ছিল ইউসুফ দু'নুয়াস। সে ছিল হিমিয়ারের রাজাদের একজন। ৫২৪ সালে এই রাজার মৃত্যু হয়। রাজাটি ছিল ইহুদী ধর্মের অনুসারী, সে নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে নির্যাতন করছিল। রাজা খ্রিস্টানদেরকে বলেছিল তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে, না হয় তাদেরকে পরিখার আগুনে ফেলে পুড়ে মারা হবে। দুষ্ট কসাই আল হাবাসার খ্রিস্টান শাসক আন নাজাশিকে উত্তেজিত করে । তিনি ইউসুফ দু'নুয়াস ও তাঁর অনুসারীদের উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই অত্যাচারী রাজা গর্তের মধ্যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তার সৈনিকদেরকে নির্দেশ দেয় যাতে তারা ঈমানদার প্রত্যেক নারী- পুরুষকে এই আগুনে নিক্ষেপ করে মারার ভয় প্রদর্শন করে। যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে থাকে। সবশেষে যখন এক নারী ও তার ছোট শিশু সন্তানকে আগুনে ফেলার সময় আসলো, তখন শিশুটির মা আগুনে ঝাপ দিতে অস্বীকার করলো। তখন ঐ নারীকে লক্ষ্য করে তার ছোট্ট শিশু সন্তানটি বললো, “মা, তুমি সবর করো, তুমি অবশ্যই সত্যের পথে আছ।” (এই নারী ও তার শিশু সন্তানের বিষয়টি সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে।)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ،قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ ،النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ،وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ،وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ،الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ،

সানার দক্ষিণে ইয়ামেনের দাওরান শহরে বানি হারশের দুই ব্যক্তিকে নিয়ে বাগানের ঘটনাটা।

উদ্যানের মালিকেরা

বাগানের মানুষেরা ছিল দাওরানে। দাওরান ছিল বনি হারস্ গোত্রের। এটি ইয়েমেনের সুরক্ষিত নগরীর একটি । দাওরান একটি পাহাড়ের নামও, নগরী থেকে এটিকে দেখা যায় ।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وَلا يَسْتَثْنُونَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ ،أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ،فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ،أَن لّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ،وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ،فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ،بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ،قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ ،قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ،فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ ،قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ،كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

আবিসিনিয়ার আবরাহার ইবনে আল আশরাম আল হাবাশি ইয়ামেনের ইউসুফ যু নুয়াসকে পরাজিত করে ইয়ামেনের দখল নেয় ৫৭১ সালে। সে চাইছিলো যেন আরবরা মক্কার কাবায় হজ্জ না করে ইয়ামেনে তার নির্মিত গির্যা আল কুল্লাইসে আসে। এই লক্ষে সে বিশাল হাতি বাহিনি নিয়ে কাবা শরীফ ধ্বংস করতে বের হয়।

হস্তির মালিক

‘হস্তির মালিকদের' বলতে আবরাহা ইবনে আল আশরাম আল হাবাশী-এর সৈন্যবাহিনীকে বুঝায়। ইউসুফ দু'নুয়াসের মৃত্যুর পর সে ইয়েমেনের শাসক হয়েছিল। (খ্রীস্টীয় পঞ্জিকার) ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ, একই বৎসর রাসূল (সা.) জন্মগ্রহণ করেন, একই বৎসর কাবা গৃহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আবরাহা মক্কা আক্রমণ করে। সে চেয়েছিল আরবের লোকেরা যাতে হজ্জ্ব করতে না পারে। এর পরিবর্তে তারা সানায় আবরাহা নির্মিত আল কুলাইস গির্জায় যেন উপাসনা করে।

বিরাট বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছিল, এর সামনে ছিল বিশাল হস্তি। এক বর্ণনায় জানা যায়, আবরাহা যখন কাবায় প্রবেশ করতে চাইল, তার হস্তিরা প্রবেশ করতে চাইল না। তারা হাটু গেড়ে বসে পড়লো। তারা তাদের হস্তিকে তাড়া করে নড়াতে চাইল কিন্তু কিছুতেই হস্তিরা নড়েনি। তারা মক্কা থেকে সরিয়ে আশশামের দিকে মুখ করলো, তখন হস্তিরা এগিয়ে চলল। এরপর ইয়েমেনের দিকে মুখ করে অগ্রসর হতে চাইলে হস্তিরা আগের মতো আচরন করলো । যখনই হস্তিগুলোকে মক্কার দিকে নিতে চাইলো তারা কিছুতেই নড়ছিল না ।
মক্কায় যাওয়ার সময় আবরাহা অনেক আরববাসীর সম্পদ লুণ্ঠন করে। এসব সম্পদসমূহের মধ্যে ছিল মুহাম্মাদ (সা.)-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম-এর অসংখ্য উট। আব্দুল মুত্তালিব তার উটগুলো ফেরত দেয়ার জন্য আবরাহার নিকট দাবী জানালেন। আবরাহা তার এরূপ আচরণে রাগান্বিত হলো আর বললো, “ আমি তোমার থেকে দু'শ উট নিতে আসছি অথচ তুমি তোমার ও তোমার পিতার ধর্মের প্রতীক কাবা গৃহের কোনরূপ যত্ন নিচ্ছ না। আমি এখন কাবা ধ্বংস করে দিতে আসছি, অথচ তুমি এ ব্যাপারে কোন কিছু বলছ না।” আব্দুল মুত্তালিব বললেন, “আমিই এই উটগুলোর মালিক। এই গৃহের মালিকই তোমার থেকে এই গৃহকে রক্ষা করবেন।”
এরপর আল্লাহ অসংখ্য পাখি পাঠালেন। তাদের মুখে ছিল সিযযিল নামক প্রস্তরকণা। পাখিরা আবরাহার সৈন্য বাহিনীর উপর এই পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। পাথরের আঘাতে হস্তি বাহিনী ভক্ষিত তৃণ সদৃশ হয়ে গেল।
আবু গিজাল নামের জনৈক বিশ্বাসঘাতক আবরাহার বাহিনীকে মক্কায় কাবা ধ্বংস করার জন্য পরিচালনা করছিল। তায়েফ যাওয়ার পথে মূসাম্মাস-এ তার কবর। কথিত আছে আজও আরবের লোকেরা এই কবরকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ٥ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ . تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجَيْلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ

কুরাইশরা শীতে সফর করতো উত্তর দিকে শাম ও ইরাকে। আর গ্রীশ্মে সফর করতো ইয়ামেন ও হাবশায়।

শীত ও গ্রীষ্মে ভ্রমণ

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বৎসরে দু'বার সফরে বের হতো, একটি সফর হতো শীতকালে আরেকটি গ্রীষ্মকালে । শীতকালে তারা সফরে যেত ইয়েমেন ও হাবাসায় আর গ্রীষ্মকালে সফরে যেত আশ-শাম ও ইরাকে। আবদ মানাফ-এর চার পুত্র কাফেলা পরিচালনা করতো। আশ শাম-এ যে কাফেলা যেত তার দায়িত্বে ছিল হাশিম, এর মধ্যে বিশেষভাবে ছিল গাজা এলাকা। গাজা এতবেশী বিখ্যাত ছিল যে, তা মূলত গাজা হাশিম নামে পরিচিতি লাভ করে। যে কাফেলাটি ইয়েমেনে গিয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন আল মুত্তালিব। যে কাফেলাটি আল হাবাশায় গিয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিল আব্দ শামস। যে কাফেলাটি ইরাকে গিয়েছিল তার দায়িত্বে ছিল নৌফেল। কুরাইশদের কাফেলাগুলো পুরোপুরি নিরাপদ অবস্থাতেই সফর করেছিল। কেউ তাদেরকে পথে ক্ষতি করার সাহস করেনি। এর কারণ কাফেলায় যারা সফর করছিলেন তারা ছিলেন আল্লাহর ঘরের তথা আল্লাহর নির্দেশিত বায়তুল হারাম নগরীর বাসিন্দা।

لِإِيلافِ قُرَيْش، إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع، وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

রোমানরা পরাজিত হয়েছিলো আদনাল আরদে। এটা ছিলো ফিলিস্তিনের উপরে মৃত সাগরের নিকট। এটা সমুদ্র লেভেল থেকে ৩৯২ মিটার নিচু।

আদনাল-আরদ

আদনাল আরদ বলতে মৃত সাগর নিকটবর্তী সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৩৯২ মিটার নীচু ফিলিস্তিনের নিম্নভূমিকে বুঝানো হয়ে থাকে। আরবিতে 'আদনা' বলতে সবচেয়ে কাছের আবার সবচেয়ে নিম্নভূমিকেও বুঝানো হয়ে থকে। কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতের অর্থ থেকে ফিলিস্তিনের ফারিস (Faris)-এর লোকদের উপর রোমানদের বিজয়ের কথা জানা যায়। এই বিজয়ের বিষয়টি মুসলমানদের বদরের যুদ্ধের জয় লাভের সাথে প্রায় মিলে গিয়েছে (২য় হিজরী মোতাবেক ৬২৪ খ্রীস্টাব্দ)। এখানে যে এলাকাটির কথা বলা হয়েছে তা আসলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে একটি নিম্নভূমি। আর ফারিস এবং আরব উপদ্বীপের দিকে এটাই ছিল রোমানদের নিকটতম ভূমি।

الم، غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ، فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ، بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ